



কায়াছায়া

ড০ আশিস্কুমার সিংহ
অবকাশ প্রাপ্ত অধ্যাপক
সিদ্দেয় কান্হো মুর্মু বিশ্ববিদ্যালয়, দুমকা ঝাড়খন্ড

করিভোরের পর্দা সরিয়ে আমি পায়ে সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। দেড়টা বাজো বাজো তখন। সামনের অফিসে সদ্য টিফিন হয়েছে। পানের দোকানে লাইন, চায়ের দোকানে ভীড়। আমাদের টিফিন হতে আরও আধ ঘন্টা বাকী - দুটোর সময় হবে।

বনমালী চোরা চোখে আমার দিকে চাইলো। আমার নজর এড়ালো না সেটা। অফিসের কামরার না গিয়ে আমি বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। নীচে পাকা পীচের রাস্তায় কয়েকটা সাইকেল, পাশে খান দশেক নামী-অনামী গাড়ী।

কিছুক্ষণ আগে সামান্য বৃষ্টি হয়েছিল। ভেজে রাস্তার গন্ধ আমি তখনও পাচ্ছিলাম। পাশের নিমগাছ দুটো তখনও একে অন্যর ওপর হুমড়ী খেয়ে পড়ছিল। গাড়ীতে শুল্কনো জলের দাগ লেগেছিল। ড্রাইভারকে দেখলাম - সাহেবের গাড়ী পরিষ্কার করতে আরম্ভ করেছে।

বনমালী একবার নয় পরপর তিনবার সামান্য কাশলো। আমি বুঝতে পারলাম যে সে ইচ্ছে করেই কাশছে। সে বুঝিয়ে দিতে চায় যে মিনিট পাঁচেক আগে সাহেব আমাকে যা বলেছেন তা সে সব শুনছে। এবার আমি বনমালীর দিকে তাকালাম- সামান্য হাসলো সে।

সাহেবের চাপরাসী বনমালী- কিন্তু আমাদের মত সাধারণ কেরাণীদের সে একেবারেই আমল দেয় না।

সে টুল ছেড়ে আমার দিকে এগিয়ে এলো। স্বাভাবিক স্বরেই বললো: দুঃখ করে কি হবে স্যার.....চাকুরী করতে গেলে সবই সহ্য করতে হয়.....। একটানা বলে গেলো বনমালী।

-কী ? আমি গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাস করলাম।

-আমি সব শুনছি স্যার । একটু বনমালী আবার বললো: বক্ষ্যটাও তাঁদের ডিউটি স্যার। সেজন্য়ে আপনি দোষ করুন বা নাই করুন.....।

বনমালী কথা শুনে আমার রাগ হলো। সত্যি বলতে কি, একে আমি সহ্য করতে পারি না। সব কথার মাঝে কথা বলা এর ভারী বদস্বভাব। আর নিজে যখন তখন সশব্দে থৈনি থাকে আর আমাকেও খেতে অনুরোধ করবে। রাস্কেল.....। বনমালীর কথার কোন উত্তর দিলাম না আমি।

পায়ে পায়ে আমি অন্য দিকে এগিয়ে গেলাম। সামনের রুমেই আমার টেবিল। বন্ধুরা নিশ্চয় আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে, ফিরে যাওয়া মাত্রই কেউ বা সিগ্রেট অফার করবে, কেউ বা টিফিনের চায়ের অর্ডার দেবে। কেউ উপদেশ দেবে, কেউ সহানুভূতি জানাবে - ফিনিস.....।

MANAHSAKSHI (Consciousness)

An official publication of Sarvasumana Association &
Subharati Niriksha Foundation



মিনিট পঁচেক পরে টেবিলে বসে টাইপ করতে আরম্ভ করলাম, টাইপ ঠিক হচ্ছিল না, কাঁপছিলো আমার হাত। হাতের তলা চিনচিন করছিল - ঘামছিলাম আমি।

এমন সময় আমার কাঁধের পাশে আমি কারও উপস্থিতি বুঝতে পারলাম। দেখলাম গোধূলি আমাদের স্টেনো গোধূলি মিত্র।

সামান্য হেসে বললো: চলুন চা খেয়ে আসি.....।

--না, এখন থাক

- বারে, থাকবে কেন? টিফিন হয়ে গেছে.....।

- কি খাবেন? জিজ্ঞাস করলো গোধূলিই।

- দূর, কিছু না.....।

সামান্য হেসে গোধূলি বললো; আমি কিন্তু চা আর ডব্বল চপের অর্ডার দিয়ে দিয়েছি।

কোন উত্তর দিলাম না আমি।

- কি ব্যাপার বলুন তো?

ও কেছু না। সাধারণ-

- কখনই নয়। আমার মনে হচ্ছে বিশেষ কিছু হয়েছে....।

আমি এক চুমুক এক গ্লাস জল শেষ করে বললাম: হবে আবার কি? সাহেব কামরায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন-।

-আপনকে কেমন যেন দেখাচ্ছে। সড়িয়, সড়িয় বলছি.....। আমি একটা নতুন সেগারেট মুখে দিলাম।

ঘটনাটা কিছুটা শোনা মাত্রই গোধূলি বাধা দিল। বললো, আপনি সাহেবকে কিছু বললেন না, কোন প্রতিবাদও করলেন না? না.....না, প্রোটেষ্ট করা উচিত ছিল আপনার.....।

হঠাত্‌আঙ্গুলে তাপ লাগাতে বুঝতে পারলাম, হাতেই পুডছে সেগারেটটা। বয়স্তু হয়ে বললাম, কিন্তু প্রোটেষ্ট করবো কখন? সঙ্গে-সঙ্গে একটা মোটা ফাইল আমার দিকে এগিয়ে তিনি গম্ভীর স্বরে বললেন, "ইউ মে গো নাও"...

-আমি আপনি সুবোধ বালকের মত পালিয়ে এলেন বললো গোধূলি। বললাম, আমি কিন্তু ফিরে আসবার সময় একবার তাঁর দিকে তাকিয়েছিলাম। কিন্তু আমার তখন তাঁর সঙ্গে কথা বলতে এমন কি প্রতিবাদও কিছু বলতে ইচ্ছা করলো না আমার ভালো লাগছিল না...।

-আপনি ভীষণ ভীতু তো! আই মীনকাওয়ার্ড... ছিঃ ছিঃ, আপনার জায়গায় যদি আমি থাকতাম....।

আমরা মাথা নিচু করে খাওয়া শুরু করলাম।

বেশ কিছুক্ষণ গোধূলির সঙ্গে আমার কোনো কথা হলো না। পরে সে আমার কিছু ঘনিষ্ঠ হয়ে বললো: কি- সাহেবের কথার মত আপনার কি আমার কথারও প্রতিবাদ করতে ইচ্ছা করছে না?

আমি হঠাত্‌খুব জোরে হেসে উঠলাম।

গোধূলি আমার দিকে গম্ভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো আর আমিও চেয়ে রইলাম তার দিকে। আমাদের খেয়ালই ছিল না, টিফিনের সময় ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে।



ILLUSION

--Dr. Ashish Kr. Sinha

Associate Professor (Retd.)

SKM University,

Dumka (Jharkhand)

Walking down the corridor in gentle steps, I took a break at the portico. It was one thirty in the noon and the adjoining office was enjoying tiffin- break. Our recess was half an hour away. There was queue at the tobacco –shop and tea stall was full of customers.

Banamali was glaring me obliquely, I noticed. I was not in mood to occupy my chair right then and I strolled along the portico. Down the floor a few cars were parked, bicycles were also there. I continued gazing vacantly.

It drizzled an hour back. I could smell the essence of wet soil. I could identify boss’s car, the driver was engaged in wiping water-stains off the body.

Banamali coughed thrice. I was sure he did it intentionally. He wanted to convey that he was in full knowledge of the conversation I had with the boss a few minutes back. I looked into the eyes of Banamali- he smiled.

Banamali was chaprasi of the boss; he did not give any importance to ordinary clerks like me.

Leaving his tool, he advanced towards me. He told me frankly “Don’t get disheartened sir. Employees are compelled to endure a lot of things.”

‘What? I tried to protest in deep voice.

MANAHSAKSHI (Consciousness)

An official publication of Sarvasumana Association &
Subharati Niriksha Foundation



'Sir, I listened to the conversation' Banamali paused' whether u have lapses or not, it is immaterial. Boss's job entails scolding the employees as well'.

I got furious. To be precise, I could not stand Banamali. He was in the habit of meddling into others affairs. Even when he was making tobacco loudly on his palm, he would invite me to share it. Idiot.... I did not respond to Banamali.

In measured steps I left the portico. My table was in the adjacent room. Surely, colleagues were awaiting me. On my return they would order tea or offer a cigarette. Someone would advice, another would sympathize. Shit.....

After a few minutes I headed straight to my table and started typing. My fingers were not steady and typing proved to be difficult. I was sweating.

I sensed someone's presence around my shoulders. Godhuli was there.

Godhuli Mitra was the steno typist.

She smiled 'let us have tea'

After a while

Why? We are already into tiffin hours. Come on. What would you prefer?'

Nothing.

Godhuli laughed 'I have already ordered tea and snacks.'

I did not respond.

Nothing

Godhuli asked 'what is wrong with you?'

Nothing

It can't be. I feel something happened to be serious.

We occupied a table. I took long sips of water and then blurted out "what else could have happened? Boss asked for me in his chamber."

Godhuli could feel my pulse. She replied "You look different. Really."

I lighted a cigarette and narrated my story. Godhuli said "why you did not respond properly? You should have lodged protest."

MANAHSAKSHI (Consciousness)

An official publication of Sarvasumana Association &
Subharati Niriksha Foundation



As heat of the lighted cigarette caressed my fingers, I realized that I was not taking puffs of the cigarette. I replied hesitantly” How could I have protested? He handed over a thick file to me and told curtly – you may go now “

“And you left like an obedient pupil “Godhuli hissed.

“But I stared at him harshly before I left the chamber. I was not feeling comfortable and I was in no mood to engage in another round of conversation “I tried to relax.

“A timid fellow .I mean you are a coward . Had I been at your place..”

Thereafter, we were having snacks in total silence. All of a sudden, Godhuli inched closer to me. Softly she murmured “like you did with the boss, you do not feel interested in protesting my words. Isn’t it?

I laughed aloud.

Godhuli was eyeing me intensely. I kept looking at her. It just slipped off our minds that the recess was over.

(Original text in Bengali, translated into English by Apura Ghosh, Jalpaiguri, West Bengal)